দৈনিক

ইনকিলাব

তারিখ: 8 AUG 2009
পৃষ্ঠা: ১-১৫ কলাম: ৫

ধর্মহীন একমুখী শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে

স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও কঠিন আন্দোলন হবে

তালাবায়ে আরাবিয়ার সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার উদ্যোগে গত বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষা এবং ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর দাবীতে এক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জাতীয় ইসলামী নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদগণ বলেছেন, কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে হত্যার ব্যবস্থা করে প্রত্যাখ্যাত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা চালুর কথা বলা হয়েছে। নাস্তিক কবির চৌধুরী গংরা একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর চক্রান্ত করছে। তারা

পৃঃ ১৫ কঃ ৬

স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

ধর্মহীন একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে ইসলাম বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের তিল্পিবাহক তাদের স্বার্থ রক্ষার নীল নকশা বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছে।

বক্তাগণ বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষায় ঢাকায় ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, নাস্তিক কবির চৌধুরী গংদের ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ বাতিল এবং তাদেরকে শিক্ষা কমিশন থেকে বহিষ্কারের দাবীতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলে নাস্তিকদের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে হবে। বক্তাগণ বলেন, ৯০% ভাগ মুসলমানের এদেশে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে আগামী প্রজন্ম এবং জাতিকে ধর্মহীনতার মারাত্মক অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে হবে এবং এটা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

বক্তাগণ অবিলম্বে নাস্তিক কবির চৌধুরী গংদের শিক্ষা কমিশন থেকে বহিষ্কার করে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন শিক্ষা কমিশন গঠনের দাবী জানান।

সংগঠনের সভাপতি মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও মাসিক মদিনা সম্পাদক মওলানা মুহিউদ্দীন খান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসাই আলীয়া, ঢাকার সাবেক প্রিন্সিপাল প্রফেসর মাওলানা নূর মোহাম্মদ, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব প্রিন্সিপাল শাব্বির আহমদ মোমতাজী, জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সাবেক সভাপতি হযরত মাওলানা এটি এম হেমায়েত উদ্দীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল আমীন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ প্রিন্সিপাল মাওলানা কফিল উদ্দীন সালেহী, জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের যুগ্ম মহাসচিব ড. মাওলানা একে এম. মাহবুবুর রহমান, জমিয়তে তালাবায়ে সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা ড. মাওলানা এনামুল হক আজাদ, মাওলানা গোলাম সরওয়ার জলিল, অধ্যাপক মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, মাওলানা কাজী আবু বকর সিদ্দিক, ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তফা তারেকুল হাসান, এসএম সাখাওয়াত হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তালাবায়ে মহানগরী সভাপতি মুহাম্মদ আবদুল আলীম।

প্রধান অতিথির ভাষণে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান বলেন, জমিয়তে তালাবা ১৯২৬ সাল থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এখনো মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হলে তালাবা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। আমি যতদিন জীবিত আছি সকল আন্দোলনে থাকব। ইনশাআল্লাহ।

মাওলানা শাব্বির আহমদ মোমতাজী বলেন, জমিয়তে তালাবার ইতিহাস-ঐতিহ্য আছে, আবদুস সোবহান ভাইয়ের রক্তের মাধ্যমে তালাবা তার স্বকীয় ঐতিহ্য রক্ষা করেছে। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষার জন্য আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে যে কোন ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় আমরা ঐক্যবদ্ধ দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলব। তিনি বলেন, মুসলমানদের ঈমানী চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে কোন শিক্ষানীতি জাতি গ্রহণ করবে না।

মাওলানা নূর মোহাম্মদ বলেন, সরকার ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করলে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায় করা হবে। কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনে মাদ্রাসা শিক্ষাকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে। তিনি মাদ্রাসাতে ৩০ ভাগ মহিলা কোটা বাতিলের দাবী জানান।

প্রফেসর ঈসা শাহেদী বলেন, ইসলামকে জবাই করার জন্য বিতর্কিত কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের চক্রান্ত চলছে।

এ শিক্ষা কমিশনে মাদ্রাসা শিক্ষায় দাখিল শ্রেণীতে যেটুকু ধর্মীয় শিক্ষা বা ইসলামী বিষয় আছে তাতে আলেম হওয়ার মত কোন সিলেবাস নেই। তিনি বলেন, নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও সংস্কারের নামে আলিয়া নেছাবের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অতীতের মত স্কুল-কলেজে পরিণত করার গোপন কার্যক্রম চলছে।

তিনি বলেন, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষা গ্রহণ করে আগামী প্রজন্ম যাতে নাস্তিক না হতে পারে সে লক্ষ্যে কঠিন আন্দোলন করে নাস্তিকদের তৈরী শিক্ষানীতি বাতিল করতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

মাওলানা কফিলুদ্দীন সালেহী বলেন, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কারণ ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে মাদ্রাসা শিক্ষিতদের আর নেতা বলা যাবে না। তাই যে কোন মূল্যে ঢাকায় ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করতে হবে। তিনি বলেন যে কোন মূল্যেই হোক ধর্মহীন একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে দেয়া হবে না।

মাওলানা এ টি এম হেমায়েত উদ্দীন বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংস করতে নতুন করে আঘাত হানা শুরু হয়েছে। শিক্ষাবিহীন একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে আত্মস্বীকৃত নাস্তিক কবির চৌধুরী গংদের বিকৃত শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দিয়ে সরকার ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তালাবায়ে আরাবিয়ার বর্তমান ও অতীতের সকল নেতাকর্মীকে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে এ চক্রান্ত প্রতিহত করতে কঠোর আন্দোলন শুরু করতে হবে।

খতীব মাওলানা ফজলুল আমীন বলেন, এমন একটি ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করা দরকার যে ব্যবস্থায় ওমর খৈয়াম, আলবিরুনী, ইবনে সীনার মত বিশিষ্টজনের ব্যক্তিত্ব তৈরী হবে। আর এ লক্ষ্যেই ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দরকার। তিনি বলেন, সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত শিক্ষা কমিশন হচ্ছে কুদরতে খোদা শিক্ষা কমিশনের সাথে এদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের কোন আপস নেই। তিনি বলেন, ধর্মশিক্ষাবিহীন শিক্ষানীতি বাতিল করতে এদেশের মুসলমানকে মাথার হুকুম দিয়ে আন্দোলনে নামতে হবে।

মাওলানা আবুবকর সিদ্দিক বলেন, ফেরাউন তার এ উপাধি প্রতিষ্ঠা করতে ৪০ বছর পূর্ব হতে শিক্ষা থেকে সৃষ্টিকর্তা ও নবী-রাসূলদের নাম বাদ দিয়ে শিক্ষা বন্ধ করে দিয়েছিল। বর্তমান সরকার কোন উপাধি প্রতিষ্ঠা করতে শতকরা ৯৫ ভাগ মুসলমানের এদেশে ধর্মবিহীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কৌশল করে যাচ্ছে।

খন্দকার ফজলুল আমীন বলেন, আমরা ইসলাম সঠিকভাবে অনুসরণ করছি না বরং একটি বিশেষ গোষ্ঠী তাদের বিশেষ মতাদর্শ প্রচার করছে, তারা ইসলামের নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।